BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090021

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

সহজপাঠে সহজ শিক্ষা: বর্তমান প্রাথমিক পাঠক্রমে সহজপাঠের ভূমিকা

তুহিন দাস

Purba Bardhman

সারসংক্ষেপ:

বইটার কী রং ছিল মনে নেই তবে সেখানের ছবি গুলো এখনও স্মৃতিতে জীবন্ত। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই বলেছিলেন এক ঠাকুরের কথা। যিনি নাকি বইটি লিখেছেন। বর্ণ পরিচয়ের পর যে ঠাকুরের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে গ্রামের মিঠে সর্ষে ক্ষেতের আল ধরে, 'ক খ গ ঘ' এর সাথে জেলে-ডিঙি বেয়ে বা 'ম' এর গোরুর গাড়ি চড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম কল্পনার আলো আঁধারি বড্ড চেনা এক ভুবনে। সেই ভুবনটাই সহজপাঠ। স্কুল ব্যাগে ঘষা খেয়ে মলাট ছিঁড়ে যাওয়া জীর্ণ বইটি এখনো জীবনের কথা বলে, ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলার কথা বলে। সেইসব ছোট খোকা দের বড়ো করে তোলার দায়িত্ব নেয় যারা এইমাত্র বর্ণের দুনিয়ায় হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। এই বই শুধুমাত্র "য র ল ব" এর মতো ঘরে বসে এক মনে পড়া করতেই শেখায়না, প্রকৃতির মাঝে দলগত ভাবে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে স্বশিখনেও উদ্বুদ্ধ করে এই সহজপাঠ।

মূল শব্দ: *সহজপাঠ, শিশু শিক্ষা, লিনোকাট পদ্ধতি, বিশ্বভারতী সংস্করণ, শিক্ষার অধিকার আইন*

শুরুর কথা:

কতদিন আগের কথা। সবকিছু ভুলে গেলেও পুজো আসলে এখনও মনে পড়ে,

> "এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
> লেগেছে হাওয়ার 'পরে।"

বইটার কী রং ছিল মনে নেই তবে সেখানের ছবি গুলো এখনও স্মৃতিতে জীবন্ত। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই বলেছিলেন এক ঠাকুরের কথা। যিনি নাকি বইটি লিখেছেন। বর্ণ পরিচয়ের পর যে ঠাকুরের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে গ্রামের মিঠে সর্ষে ক্ষেতের আল ধরে, 'ক খ গ ঘ' এর সাথে জেলে-ডিঙি বেয়ে বা 'ম' এর গোরুর গাড়ি চড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম কল্পনার আলো আঁধারি বড্ড চেনা এক ভুবনে। সেই ভুবনটাই সহজপাঠ।

সহজপাঠ শুধুমাত্র আনন্দ সহকারে বর্ণশিক্ষা তথা ভাষা শিক্ষার বই নয়, শিশুদের সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশও এর মধ্যে দিয়ে হয়। প্রত্যেক বাঙালির গর্ব করা উচিত যে বাংলা ভাষায় শিশু মনের বিকাশের এমন বই তারা পড়তে পেরেছে।

"ছোটো খোকা বলে অ আ

শেখেনি সে কথা কওয়া।"

সদ্য বর্ণ পরিচয় হয়েছে অথচ এই লাইনটির সংস্পর্শে আসেনি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া যায় না। আপামর বাঙালির কাছে এটা নস্টালজিয়া। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হয় সহজপাঠ।

আবার ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর দ্বারা গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ কে মাথায় রেখে সহজপাঠ কে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়গুলিকে সমন্বিত আকারে একটি মাত্র বই এ পরিবেশন করা হল। তখন সহজপাঠের গুরুত্ব প্রাথমিক পাঠক্রমে ও পাঠ্যসূচিতে আরও বেড়ে গেল। বলাই যায়, সহজপাঠ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন হয়ে উঠলো পাঠক্রমের কেন্দ্রবিন্দু।

কবি বারবার যেটা বলেছেন শিশুর পূর্ব পরিচিত চারপাশ বা পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতা মিললেই তারা মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা থেকে সরে আসবে। শিশুরা উদ্বুদ্ধ হবে স্বশিখনে।

ভিত্তি ও অনুসারী পাঠে সহজপাঠ:

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় ভারমুক্ত শিখন ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯)কে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নতুন পাঠ্যবই 'আমার বই' প্রনয়ণ করলো। সেই বই এ কোনো বিষয়ের সীমারেখা না রেখে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, গণিত ও অন্যান্য বিষয়কে সমন্বিত ভাবে উপস্থাপন করা হল। যার কেন্দ্র বিন্দু হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ।'

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক্রমে সহজপাঠ এক অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে নিজেকে মেলে ধরে। শিশু আমার বই এ যা নতুন শিখছে সহজপাঠে তা প্রয়োগ করছে। সহজপাঠ কে ভিত্তি করে আরো নতুন অনেক ধারণা গঠন হচ্ছে। তাই এখানে সহজপাঠ ভিত্তি পাঠ।যেমন, শিশুরা প্রথম শ্রেণীর আমার বইতে ২৪২ পৃষ্ঠায় নদী বিষয়ক পাঠকে সহজতর ভাবে জেনে নিয়ে আরও নতুন কিছু উদঘাটনের জন্য যাচ্ছে সহজপাঠে

"আমাদের ছোট নদী

চলে বাঁকে বাঁকে" এই পাঠে।

আবার প্রথম শ্রেণীর 'আমার বই'তে ৩৪১ পৃষ্ঠায় আছে 'নীল ময়ূরের পালক' যা কিন্তু শিশু শিক্ষার্থীরা আগে পড়বে না। সহজপাঠে—

"কতদিন ভাবে ফুল

উড়ে যাব কবে" পাঠ করার পর এটার অনুসারী হিসেবে আমার বইতে 'নীল ময়ূরের পালক' পড়বে।

এখানে পাঠ হবে সহজপাঠের অনুসারী। এভাবেই শিশু মনে ধারণা গঠন হবে।শিখন হবে দীর্ঘ স্থায়ী।

সত্যিই কি সহজ পাঠ সহজ ? :

রবি ঠাকুর সহজপাঠের নাম দিয়েছিলেন সহজ শিক্ষা।

কবি সহজপাঠকে সহজ উপায়ে মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, শিশুরা চার দেয়ালের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তার চারপাশের পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে নিজে নিজে সহজভাবে শিখবে। সেজন্যই মনোবিজ্ঞানসম্মত এই ব ইয়ের অবতারণা। তাই শিশু মনের প্রিয় ছড়া, কবিতা ও সহজ গদ্যাকারে পরিচিত পরিবেশের ছোট গল্প দিয়ে সাজালেন বইটি। শিশু মনকে আরো আকর্ষণীয় করতে থাকলো নন্দলাল বসুর অভিনব অথচ সহজ ছবি।

বইটিতে কবি প্রথম ভাগে বর্ণ পরিচয়, গঠন, উচ্চারণের ধারণা এবং দ্বিতীয় ভাগে বাক্যের মধ্যে শব্দের ধারণা, যুক্তাক্ষরের ধারণা দিয়েছেন শিশুদের পরিচিত কাজের মাধ্যমে। পরিচিত করিয়েছেন সেই সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সাথে যা শিশু মনের উপযোগী। সহজপাঠ সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের জীবন্ত দলিল। একজন শিশুর সামাজিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যা খুবই প্রয়োজন।

তিনি সহজপাঠের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও মূল্যবোধের আদর্শ পাঠ। সহজভাবে এসব বিষয়ের সমন্বয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত হবে। সহজপাঠের মধ্য দিয়েই আজকের শিশু হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক। কল্পনা প্রবণ শিশুমন পাবে সহজভাবে ভাবতে পারার রসদ। আর এভাবেই সহজপাঠ তাদের কাছে হয়ে উঠবে সহজ বন্ধু।

সহজপাঠের সাদাকালো ছবি কি আকর্ষিত করে শিশু মনকে? :

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে যে সহজপাঠ বইটি দেওয়া হয় তা বিশ্বভারতী সংস্করণ ও রবীন্দ্র পরিকল্পিত অবয়ব। মহামতি স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাতে সেই অবয়বটি রাখা হয়েছে। তাছাড়া ছবিগুলো লিনোকাট পদ্ধতিতে আঁকা। এই সাদাকালো লিনোকাট অলংকরণ সহজপাঠের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবি ঠাকুর যেমন মৌলিক লেখা লিখেছেন তেমনি নন্দলাল বসু মৌলিক ছবি এঁকেছেন। দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত ছবি রেখায় আঁকা। দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখিত হয়েছে, "সমস্ত ছবিই শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের আঁকা। শিশুরা নিজে ছবি গুলো রং করে নিতে পারবে বলে সেগুলো রেখায় আঁকা হয়েছে।এতে বই প ড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা ছবি আঁকার আনন্দও পাবে।"

এ প্রসঙ্গে রাণী চন্দ লিখেছেন, "সহজপাঠের ছবিগুলো এক একখানি ছবি, ইলাস্ট্রেশন বলতে যা এগুলো তা নয়। কলাভবনে তখন আমরা উডকাট করি, লিনোকাট করি। নন্দদা সেই টেকনিকেই আঁকলেন সহজপাঠের ছবিগুলি। এক একখানা আঁকেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি।"

লিনোকাট অলংকরণ সহজ পাঠের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই কথা বিবেচনা করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখেছেন, "সহজ পাঠের ছবির সাইজ ব্যয় সংক্ষেপের খাতিরে খর্ব করতে চাও এ প্রস্তাবে নন্দলাল দুঃখিত। ঠিক সেই কারণেই তোমরা আমার লেখাকে ছেঁটে বইয়ের আয়তন ও মূল্য কমাতে পারতে। কিন্তু সেটা আমার কাছে অপ্রীতিকর হত না।"

শিশুদের আঁকিবুঁকিতে বই তো নষ্ট হবেই না বরং আরো রঙিন হয়ে উঠবে। তাদের ভাবনা ও কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। নন্দলাল বসু শিশুমনের কল্পনাকে নতুন রূপ দিতে এক অসামান্য কাজ করেছেন যা বইটির দ্বিতীয় ভাগের নবম পাঠ দেখলেই বোঝা যায়।

> "তিনটে শালিক ঝগড়া করে
>
> রান্নাঘরের চালে।" ছড়াটিতে দুটি শালিক পাখিকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভালোভাবে।

কিন্তু আরও খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় তিনটি শালিক পাখিই বর্তমান। ডানদিকের পাখিটির পা ও পাখনা দেখলেই বোঝা যায় বামদিকের শালিক পাখির থেকে কতখানি আলাদা। অর্থাৎ ডানদিকে দুটি ও বামদিকে একটি সবে মিলে তিনটি শালিক পাখিই আছে। যা সদা চঞ্চল শিশুমন খুঁজে বার করবে। সে যেমন পাঠে আগ্রহী হবে তেমন সৃজনশীল হয়ে উঠবে।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহজপাঠ:

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সহজ পাঠ প্রকাশ হয় ১৯৩০ সালের মে মাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতদিন আগেই বুঝেছিলেন শিশুর সবদিকের বিকাশ কতখানি জরুরি। তারই প্রতিফলন সহজপাঠের ছত্রে ছত্রে। পরিবেশ সুস্থ রাখতে ও দলগত কাজের কথা পাই সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগে।

“আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন।”

দৈহিক বিকাশে অঙ্গ সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন। যার উপাদান রয়েছে সহজপাঠে।

১. “ফুটবল খেলা খুব হবে।” (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ)

২. “কেউ বা ব্যাট বল খেলছে।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ তথা মানসিক বিকাশে সহজপাঠের ভূমিকা অপরিসীম।

১. “কতদিন ভাবে ফুল ...” (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ)

২. “বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

৩. “কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের বৃষ্টিতে ভেজার ফল বা বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন যা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে।

নীতিবোধ ও মূল্যবোধের প্রথম পাঠও দিয়েছেন সহজপাঠে।

১. “কেষ্ট,শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকো। দুষ্টামি করো না।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

২. “কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন করে খেতে দিলে।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

৩. “বোষ্টমি গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। কষ্ট পাবে।” (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)

তিনি এভাবেই একে অপরের কষ্ট ভাগ করে নিতে শিখিয়েছেন। শিশুর সামাজিক গুনাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশে আজকের শিশু হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক। যখন সহজপাঠ প্রথম ভাগে দেখবে “একা একা খেলা যায় না”, তখনই দলগত কাজে বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সহমর্মী হয়ে উঠবে।

উপসংহার:

স্কুল ব্যাগে ঘষা খেয়ে মলাট ছিঁড়ে যাওয়া জীর্ণ বইটি এখনো জীবনের কথা বলে, ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলার কথা বলে। সেইসব ছোট খোকা দের বড়ো করে তোলার দায়িত্ব নেয় যারা এইমাত্র বর্ণের দুনিয়ায় হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। এই বই শুধুমাত্র "য র ল ব" এর মতো ঘরে বসে এক মনে পড়া করতেই শেখায়না, প্রকৃতির মাঝে দলগত ভাবে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে স্বশিখনেও উদ্বুদ্ধ করে।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করে। তাই ঘষা খেয়ে মলাট ছিঁড়ে যাওয়া বইটা আরও অনেক প্রজন্মের শিশুর চলার পথের সাথী হবে একথা বলাই যায়। শিশুর সহজ ভুবনকে আরও সহজতর ও প্রাণোচ্ছল করবে এই সহজপাঠ।

তথ্যসূত্র:

১. রানী চন্দ। সহজ পাঠে ছবি। সপ্তপর্ণী সহজ পাঠ বিশেষ সংখ্যা, বিশ্বভারতী ছাত্রসম্মিলনী, (১৯৮০-৮১) পৃ. ১১।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬২ ব.।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র (১৪ ভাদ্র ১৪৩৫)।

৫. বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৬. আমার বই, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

৭. সহজ পাঠ ও শিশুর বিকাশ-সুপ্রিয়া কর্মকার ও দেব প্রসাদ শিকদার।

Citation: **দাস. তু.**, (2025) "সহজপাঠে সহজ শিক্ষা: বর্তমান প্রাথমিক পাঠক্রমে সহজপাঠের ভূমিকা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.